‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’ এর লাইভে ডিএমপির কমিশনার নাসিরুল্লাহ্

সংগঠনটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’। বয়স প্রায় সাড়ে সাত বছর। ২০১৬ এর আগে অব্দি তারা কাজ করতো সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। ২০১৬ থেকেই তারা সামাজিক কাজটাকে ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের সাংগঠনিক মূল লক্ষ্যকে দাঁড় করায় ‘স্কিল ডেভেলপমেন্ট’কে। এ পর্যন্ত কখনই তারা তাদের কোনো ধরণের কার্যক্রমকে ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আনেনি।

কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে মানুষ যেন বিনামূল্যেই ভালো কিছু শিখতে পারে ঘরে বসেই, সেজন্য ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এবার অনলাইন লার্নিং ভিত্তিক একটি প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছেন, যেটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’। একটি গ্রুপের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দক্ষ মানুষকে ‘লাইভ শো’তে এনে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ এপ্রিল থেকে, যদিও গ্রুপটির সৃষ্টি ১৮ এপ্রিল। এক মাসেরও কম সময়ে তারা ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে ভালো একটি জায়গা করে নিতে পেরেছে। এই লাইভ শো’গুলো উপস্থাপনা করে চলেছেন ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর প্রতিষ্ঠাতা এবং উপস্থাপক ঈশা খান (অপূর্ব)।

১৯ মে তাদের এই লাইভ শো এর অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এই পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার জনাব সাইদ নাসিরুল্লাহ্। ১৯ মে ঠিক রাত ৯ টায় ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেইজ থেকে এই লাইভটি সম্প্রচার করা হবে। এই শো-এর আলোচনার বিষয় বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ‘সাইবার ক্রাইম’।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এর প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খান (অপূর্ব)’ এর কাছে এই লাইভ শো-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে তিনি বলেন, “আমরা মূলত খুবই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষ মানুষকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করছি। আমরা জানি, আমাদের

অডিয়েন্স বেশিরভাগই মফস্বল শহরাঞ্চলগুলো থেকে বা যাদের সাথে ঢাকার সম্পর্ক তুলনামূলক কম। ঢাকা কেন্দ্রীক মানুষ কিছুটা হলেও এই ধরণের জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু থেকেই এখনও অনেকটাই বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, যতটুকু তারা পায়, সেটাও এমনভাবে পায় যে সেগুলো বুঝতে গেলেও কাউকে আগে থেকেও কিছুটা স্টাডি করে রাখতে হয়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি আমাদের আলোচনাকে খুবই সহজবোধ্য করার যেন সকলেই নির্দ্বিধায় এটি বুঝতে পারে”।

একই সাথে আমরা ঈশা খান (অপূর্ব)-এর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম এই পর্বে সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মহোদয়কে অতিথি হিসেবে রাখা এবং এই পর্বের বিষয়ে। এ সম্পর্কে উত্তরে তিনি বলেন, “কোয়ারেন্টাইনে মানুষ সবাই ঘরে বসে। সুতরাং, তারা সবচেয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছে অনলাইন দুনিয়াতেই। সোস্যাল মিডিয়া সহ অন্যান্য অনলাইন সাইটগুলো অতি মাত্রায় ব্যবহার করলেও, আমরা এর থেকে কী ধরণের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান সবার মাঝে নেই।

সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করেছি এই ‘সাইবার ক্রাইম’ বিষয়েই একটি পর্বের আয়োজন করতে। সাইদ নাসিরুল্লাহ অভি ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি আমাদের সাথে এত সুন্দর ভাবে কো-অপারেট করেছেন। আমরা ছোট মানুষ। তবুও তিনি খুব আন্তরিকভাবেই আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্যোগী আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ‘দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-এর ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের করেস্পন্ডেন্ট এবং বড় ভাই জিয়া চৌধুরি ভাইয়াকে। এই পর্বের জন্য উনার আন্তরিকতাও ছিল চরমে। এই মানুষগুলোকে সাথে না পেলে কোনোভাবেই এই আয়োজন এত সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল না”।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর পক্ষ থেকে সকলকে এই লাইভ আয়োজনটি দেখার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন ১৯ মে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত ৯টায়।

কুষ্টিয়ায় অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূ

ধর্ষণের শিকার, ধর্ষক আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সুমি (১৯) (ছদ্মনাম) নামের এক মাসের অন্তঃস্বত্তা এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ধর্ষক কাবিল (২২) কে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের উত্তর সাদিপুর গ্রামে ঘটেছে। ধর্ষক একই গ্রামের শাহিন উদ্দিনের ছেলে।

ধর্ষিতার স্বামী সোহেল মুল্লিকের সহযোগিতায় এ ঘটনা ঘটার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ধর্ষিতার বাবা বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ১১, তাং-১৫/০৫/২০২০।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় ধর্ষক কাবিল গৃহবধূর ঘরে প্রবেশ করে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। তবে স্বামী সোহেলের সহযোগিতায় ঘরে প্রবেশ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মজিবুর রহমান জানান, “এক মাসের অন্তঃস্বত্তা এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ধর্ষককে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।”

শিলাইদহের বকুলতলার শিল্পীদের পাশে দাঁড়ালেন যুবলীগ নেতা জিয়াউল ইসলাম স্বপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসা শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

গতকাল রবিবার বিকেলে কয়া ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ে এসব শিল্পীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সাহয়তা তুলে দেন কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

তিনি বলেন, “করোনা ভাইরাস সংক্রমনে প্রায় দুই মাস কর্মহীন হয়ে পড়া কুঠিবাড়ির বকুলতলার এসব শিল্পীরা খাদ্য সংকটে ভুগছিলো। বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ করেছি।”

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, ‘দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতি জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল ধরেছি। বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। সম্প্রতি কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা এবং আজকে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের কাছে থেকে আমাদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছি।’

কুষ্টিয়ায় বাউল সম্রাট লালন সাঁইজীর মাজারে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় মরমী সাধক বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের মাজারের তিনটি সিন্দুক ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ধারণামতে গত ১৪ তারিখ রাতে ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকা অবস্থায় মাজারের ছাদের কারনিশ দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে এই চুরির

ঘটনা ঘটে। এঘটনায় মাজারের দায়িত্বরত খাদেম আজ সকালে মাজারের মূল দরজা খুললে তিনটি সিন্দুক ও সিসি ক্যামেরা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়।

লালন শাহ’র মাজারের মত দর্শনীয় স্থানে চুরির ঘটনায় মাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মাজারের খাদেম রিপন জানান, সকালে লালন মাজারের দরজা খুলে সিন্দুকগুলোর তালা ভাঙা দেখতে পান তিনি। তিনটি সিন্দুকেরই তালা ভাঙ্গা। যেখান থেকে সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। লালন মাজারের ভেতরে বাউল সম্রাটের সমাধীঘেঁষে দানবাক্স হিসেবে ওই সিন্দুকগুলো রাখা আছে।

এবিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, নাইট গার্ড, খাদেম ও এতো সিসি ক্যামেরাযুক্ত স্থানে অভ্যন্তরীন কেউ জড়িত না থাকলে কিভাবে এমন চুরির ঘটনা ঘটতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়! তাই অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি আসলাম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লালন সাইজীর মাজার শুধু কুষ্টিয়ার নয় সারা বিশ্বের কাছে দর্শনীয় স্থান। এখানে এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কাম্য নয়। লালন মাজারে সার্বক্ষনিক পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা চালু রয়েছে। সিসি টিভির ফুটেজ দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আমরা তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ র্যাব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে টাকা দান করেন।
তবে এতে কি পরিমান টাকা ছিল তা কেউ জানে না। প্রতিবছর লালন স্বরণোৎসবের আগে এটি খোলা হয়। তারপর আবার জেলা প্রশাসন থেকে এটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়ে লালন ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী করেছেন।

দৌলতপুরে মৃত ব্যক্তির নামে খাদ্য কর্মসূচির চাল উত্তোলন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ১৯৩ জন ভোক্তার সংখ্যা আছে। সেই তালিকায় থাকা এক মৃত ব্যক্তির নামে দেড় বছর চাল উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রেক্ষিতে গত ৩ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্যগুদামের সাব ইন্সপেক্টরকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে কিনা এই মুহুর্তে বলতে পারছিনা। যদি তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় তবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জানা যায়, ২০১৬ সালে সারা দেশের ন্যায় দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরে ৫ বার ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল ১৯৩ জন পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকেই আছে এ পর্যন্ত এক থেকে দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন।

এমনকি ক্রমিক নম্বর ২০ নবীর উদ্দিন, পিতা মৃত দানেশ দফাদার দেড় বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেছেন। কিন্তু তার নামের চাল গত ১৬ এপ্রিল উত্তোলন করা হয়েছে। আরও জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ৫৫ সোলাইমান মন্ডল, পিতা ইউনুস আলী নিজে এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার চাল উত্তোলন করা সিটে তার চাল উত্তোলন দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ৬৮ ক্রমিকের টগরজান, স্বামী রবিউল ইসলাম এবং ৭০ ক্রমিকের রবিউল ইসলাম, পিতা ফজলুর রহমান উভয়ে স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম একই তালিকায় পাওয়া গেছে। ক্রমিক নম্বর ১৮ সাজেদা খাতুন, স্বামী তুজাম, ক্রমিক নম্বর ৩০ টগরজান খাতুন, স্বামী

আনারুল, ক্রমিক নম্বর ৪৪ হামেদ শেখ, পিতা করিম শেখ, ক্রমিক নম্বর ৫৬ ইস্তাহার আলী, পিতা আরজান সর্দার এই চারজনের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের নামে ভিজিডি কার্ড আছে বলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. মাসুদুর বলেন, কেউ মৃত্যু বরণ করলে কিংবা অন্য কোন তালিকায় একই ব্যক্তির নাম থাকলে সেটা দেখার দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি চাল ডিও করে এনে কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে মেহজাবীন ইসলাম চৌধুরী তাসমী (১৬) নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাসমী চৌধুরী চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ জেহালা গ্রামের মতিউল ইসলাম চৌধুরী টনিকের মেয়ে। এবং কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এণ্ড কলেজের একাদশ মানবিক শাখার শিক্ষার্থী।

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড খন্দকবাড়ীয়া মহল্লায় পিতা-মাতার সাথে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করতো। খন্দকবাড়ীয়া তাসমী চৌধুরীর পিতার নানা বাড়ী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সারাদিন রোজা রেখে ইফতারীর পর (১৬ মে) রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি খাবার পর তার দীর্ঘদিনের শ্বাস কষ্ট বেড়ে যায়। স্বজনরা তাঁকে দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ মতবিনিময় সভা অুনষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে কুষ্টিয়া পৌর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, দেশের এই ক্লান্তিলগ্নে করোনা মোকাবেলার পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে কাজ করতে হবে। ভারতীয় এক প্রতিবেদনে দেখা যায় আমাদের দেশে করোনার রোগের পাশাপাশি ডেঙ্গু রোগের আক্রান্ত হচ্ছে। ডেঙ্গু দমনের জন্য এখনি স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, গত বছরের ডেঙ্গু প্রতিরোধে কুষ্টিয়া পৌরসভার যেভাবে পরিকল্পনা মাপিক কার্যক্রম পরিচালিত করছিলো আশা করি এবারো তা অব্যাহত থাকবে।

একই সাথে স্বস্ব ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করাসহ যদি নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সকলকে নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে, কুষ্টিয়া পৌরসভার প্যানেল অব মেয়র-০১ মতিয়ার রহমান মজনু, প্যানেল অব মেয়র-০২ সাইফ-উল-হক মুরাদ, কাউন্সিলর আনিছ কোরাইশী।

বিশেষ অতিথির বক্তবে মৃনাল কান্তি দে বলেন, বৈশিষ এই করোনা মহামরী আমরা এর আগে দেখিনি। করোনা যুদ্ধে স্ব স্ব অবস্থান থেকে আমরা জনগনের সেবা করে যাচ্ছি । ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা প্রত্যেকে দায়িক্ত ও কর্তব্যে প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করলে সমস্যা হবে না। গত বছরের ন্যায় কুষ্টিয়া পৌরসভা এবছরও ডেঙ্গু প্রতিরোধে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করবে বলে আমি আশা করি। এবিষয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভাকে সহযোগিতার করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, বৈশ্বিক মহামারীতে বিশ্বে উন্নত দেশগুলোতে করোনা মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশেও প্রতিদিন করোনা রুগী বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে না পারে সেজন্য ১ লা জানুয়ারী থেকে আমারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করি। এর মধ্যে ৮টি ফগার মেশিন দিয়ে পর্যায় ক্রমে ২১ টি ওয়ার্ডে কীট ছেটানো হচ্ছে। এছাড়াও অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ করে ২১ টি স্প্রে মেশিন দিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলদের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডাঃ একেএম মুনিরকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি এবিষয়ে পৌরবাসীর সার্বিক সহযোগীতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম।

পরে ফগার ও স্প্রে মেশিন দিয়ে মশক নিধন অভিযান উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন।

হুমকির মুখে কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর হরিপুর শেখ রাসেল সেতু

শতকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতুর উত্তরাংশের (হরিপুরাংশের) মূল সেতুর প্রারম্ভিক এ্যাবার্টমেন্টে নির্মিত এ্যাপ্রোচ সড়ক যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে গিয়ে মূল সেতু থেকে সংযোগ রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। প্রবল বৃষ্টির পানির স্রোতে এপ্রোচ সংলগ্ন রাস্তাটি ধ্বসে যাওয়ায় রাস্তাটি সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু বালু দস্যুদের বালুবাহী ট্রলি স্থানীয়দের আপত্তিকে তুচ্ছ করে সড়কের ঢালুতে উঠিয়ে দিয়ে চলাচল করার কারণে এমন ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ।
সংবাদ জানার পর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার

নির্বাহী প্রকৌশলীর মতে, চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে সড়কটি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কারণ সমতল ভূমি থেকে ১৫ বা ২০ফুট উচ্চতার এই এপ্রোচ সড়ক ধ্বসে পড়লে স্থানীয় জনবসতি চাপা পড়ার ঘটনার সাথে প্রাণহানীর আশংকাও রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ১নং হাটশ হরিপুর ইউনিয়নবাসীর দুই দশকের দাবিতে মাত্র তিন বছর পূর্বে শতকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ শেষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ হরিপুরবাসীর স্বপ্নের কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতু জনগণের চলাচলের জন্য মুক্ত করে দেয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকেই সেতুটির উপর যতরকম অত্যাচার ও ক্ষতির কারণ একমাত্র বালুবাহী ট্রলি।

ইতোপূর্বে স্থানীয়রা একাধিকবার আপত্তি ও প্রতিবাদ জানালেও কিছুই তোয়াক্কা করেনি বালুখোর চক্র। বেপরোয়া এসব ট্রলি চালিয়ে একাধিকবার এই সেতুর লাইট পোষ্ট, বিদ্যুৎ কেবলসহ বিভিন্ন অংশের ক্ষতি সাধন করলেও কারও সাহস নাই কিছু বলার। এমনকি এসব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পুলিশী হয়রানীর শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান এম সম্পা মাহমুদ বলেন, ওইখানে ব্রীজের ঢালু ধ্বসে গেছে এমন বিষয় আমার জানা নেই। তবে আপনি বলছেন আমি শহর থেকে ফেরার পথে দেখে যাবো। অবৈধ বালুবাহী ট্রলির কারণে এই ধ্বসের দায় কে নেবেন এমন প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না তিনি।

স্থানীয় সংসদ সদস্য মনোনীত কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতুর নির্মাণকালীন সময় থেকে তদারককারী জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক তরিকুল ইসলাম মানিক বলেন, ব্রীজের ঢালের উপর দিয়ে ট্রলি চালাবে কেন ? ঠিক আছে আমি শুনলাম এ মুহূর্তে একটু বাইরে আছি তাই আগামী রবিবার একসময় গিয়ে আমি দেখব।
কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আবু রাসেল বলেন, যে কোন সেতুর নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে থেকে কোন ভাবেই মাটি বা বালু উত্তোলন সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ। কেউ এই আইন লংঘন করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে মামলাসহ আইনগত ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী পিযুষ কৃষ্ণ কুন্ডু বলেন, ব্রিজের রিভার্টমেন্ট জোন এলাকা থেকে কোনভাবেই বালু বা মাটি কাটা যাবে না। এরা কে বা কারা এখানে অবৈধ

ভাবে বালু উত্তোলন করে ব্রীজকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে তা আমি সঠিক জানি না। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়া-হরিপুর শেখ রাসেল সেতু নির্মাণকারী বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মো: জাহিদুর রহমান মন্ডল বলেন, সংবাদটি জানানোর জন্য ধন্যবাদ, এ মুহূর্তে আমি একটু দুরে আছি। তবে তাৎক্ষণিক আমার থানা ইঞ্জিনিয়ারকে সেখানে যেতে বলছি। সরেজমিন দেখার পর যা করণীয় তার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মিরপুরে ১৪’শ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় ১৪’শ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ঢাকাস্থ মিরপুর উপজেলা সমিতির উদ্যোগে করোনা মহামারীতে অসহায় মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
গতকাল শনিবার সকালে উপজেলা চত্বরে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস, বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-পরিচালক নাজমুল হুদা, উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, দিশা সংস্থার প্রধান নির্বাহী রবিউল ইসলাম, দৈনিক দেশতথ্য পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক আব্দুল বারী মোল্লা, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, গার্মেন্টস ব্যবসায়ী আব্দুর রকিব মিঠু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময়ে উপজেলার ১ হাজার ৪’শ টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে চাল, ডাল, তেল, চিনি, আলু, সেমাই, সাবান সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে।
বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম জানান, ঢাকায় বসবাসরত মিরপুর (কুষ্টিয়া) উপজেলার সকল শ্রেণী পেশাজীবীদের সমন্বয়ে এ সংগঠন উপজেলায় বসবাসরত সকল শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে মেলবন্ধন তৈরির মাধ্যমে মিরপুর উপজেলাকে একটি আধুনিক, রুচিশীল, শিক্ষিত মানবিক প্রজন্ম ও আত্মনির্ভরশীল উপজেলা হিসাবে গঠন করা। পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কাজ করবে।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে মিরপুর উপজেলায় সমন্বিতভাবে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড যাচাই-বাছাই করে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় দুস্থদের তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা শুরু হয়।

কুষ্টিয়ায় দোকান খোলা রাখার অপরাধে জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে দোকান খোলা রাখার অপরাধে তিন জনকে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১৬ মে) দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলার কুচিয়ামোড়া ও সাতবাড়ীয়া বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।

তিনি জানান, শনিবার ভেড়ামারা উপজেলার কুচিয়ামোড়া এলাকায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে দোকান খোলা রাখার অপরাধে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮, ২৫(১)(খ) ধারার অপরাধ করায় (২) মতে, এক দোকানীকে ১৬ হাজার, এবং সাতবাড়ীয়া বাজার এলাকায় দুই দোকানীকে ১ হাজার টাকাসহ মোট ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

করোনাভাইরাস মুক্ত রাখতে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে সকলের প্রতি অনুরোধও জানান তিনি।

অপরদিকে কুমারখালীতে সরকারি অমান্য করে দোকান খোলা রাখায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১১ জনকে ৩ হাজার ১শ টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় অনেক দোকানীকে সতর্ক করা হয়।